তারিখ ..31 JUL 2016....
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

# কুবির প্রগতিশীল শিক্ষকদের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ

## জঙ্গিবিরোধী সভায় বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষক

**কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি •**
ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ২৩ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে জঙ্গিবাদবিরোধী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনাসভায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিএনপি ও জামায়ত সমর্থক শিক্ষকদের নিয়ে যান। এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা।

জানা যায়, উপাচার্য জঙ্গিবিরোধী আলোচনায়সভায় ৫ জন সিনিয়র শিক্ষককে নিয়ে যান, যারা বিভিন্ন অনুষদের ডিন। তাদের মধ্যে দুজন বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গিবিরোধী কমিটিতেও রাখা হয়েছে বিএনপি ও জামায়তপন্থি শিক্ষদের। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ।

ওই পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে দুজন বিএনপি ও জামায়তপন্থি বলে এ প্রতিবেদককে নিশ্চিত করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব মেহেদী হাসান। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এসব কর্মসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধীদের নিয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণ। এতে শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা বিব্রত হয়েছেন বলে জানান শিক্ষক ফেডারেশনের এই নেতা।

এদিকে অনুষদভিত্তিক জঙ্গিবিরোধী কমিটিতে স্থান পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়তপন্থি শিক্ষকরা। ৫ অনুষদের ডিনকে অনুষদভিত্তিক কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. মজিবুর রহমান মজুমদার। তবে দুই অনুষদের জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটির আহ্বায়ক এবং কমিটির অন্য কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে আপত্তির কথা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা। তারা জানান, এতে আইনগত বাধা নেই। তবে আদর্শিক জায়গায় বাধা আছে।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এনএম রবিউল আওয়াল চৌধুরী বলেন, 'এতে আইনগত বাধা না থাকলেও আদর্শিক জায়গার গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। এসব বিষয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের গুরুত্ব দিচ্ছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আশরাফ বলেন, বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ডিনদের নিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সবার ভাবার দরকার নেই, ভাবার জন্য সরকার একজনকে নিয়োগ করেছে তিনিই ভাববেন।